ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি):

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

সার-সংক্ষেপ

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
মোরশেদা আক্তার

১৩ নভেম্বর ২০১৭

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি): পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক – গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান
শাহজাদা এম আকরাম
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
মোরশেদা আক্তার
ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সহায়তা করার জন্য এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন কমিটির সদস্য, পাণ্ডুলিপি লেখক, সংশ্লিষ্ট সম্পাদক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ, তদারকি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থার প্রতিনিধি ও সংবাদমাধ্যম কর্মী ও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের আন্তরিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা। গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, আউটরিচ ও কমিউনিকেশন বিভাগের পরিচালক ড. রেজওয়ানুল আলম, গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরামসহ অন্যান্য সহকর্মী, যারা তাদের পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদন সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি):
পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

সার-সংক্ষেপ

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষায় পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এনসিটিবি'র কার্যক্রমের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাক্রম ও সিলেবাস নিরীক্ষণ ও সংস্কার, পাঠ্যপুস্তকের কার্যকরতা যাচাই এবং মূল্যায়ন, পাঠ্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের ব্যবস্থা করা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ, প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিখন-শেখানো সামগ্রী মুদ্রণ, বাঁধাই, পরিবহন ও উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সরবরাহ করা উল্লেখযোগ্য। এনসিটিবি ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে সারা দেশে ৪ কোটি ২৬ লাখ ৩৫ হাজার ৯২৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনা মূল্যে ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার ২৪৫টি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করে; এর জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ১ হাজার ৯১ কোটি টাকা। ২০১৭ সাল পর্যন্ত এনসিটিবি কর্তৃক মোট ২৫ কোটি ৪৩ লক্ষ ১ হাজার ১ শত ২৮টি বই মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। প্রকাশনার সংখ্যা বিবেচনায় এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রকাশনা সংস্থাগুলোর একটি।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন কারণে এনসিটিবি'র কার্যক্রম প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে বানান ও তথ্যগত ভুল, মানহীন বই, নির্দিষ্ট স্বার্থগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ প্রভৃতি বিষয়ে এনসিটিবি'র পুস্তক রচনা ও প্রকাশনা নিয়ে গণমাধ্যমসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। তবে বহুল আলোচিত হলেও কীভাবে ও কোন পর্যায় থেকে এসব ভুল ও অনিয়ম হচ্ছে, এ প্রক্রিয়ায় কারা জড়িত, সরকারের পক্ষ থেকে কী ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) যে পাঁচটি সেবা খাতকে প্রাধান্য দিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় অনুসন্ধানে গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে তার মধ্যে শিক্ষা খাত অন্যতম। এই পরিপ্রেক্ষিতে এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ অনুসন্ধানে এই গবেষণা কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার উদ্দেশ্য এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং এসব চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১. এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা সংক্রান্ত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যালোচনা করা;
২. এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও সরবরাহ প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা;
৩. এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও কারণ চিহ্নিত করা; এবং
৪. পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

১.৩ গবেষণার পদ্ধতি ও সময়কাল

এটি একটি গুণবাচক গবেষণা, যেখানে পদ্ধতি হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ব্যবহার করা হয়েছে। এনসিটিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন কমিটির সদস্য, পাণ্ডুলিপি লেখক, সংশ্লিষ্ট সম্পাদক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ, তদারকি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, দাতা সংস্থার প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যম কর্মীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন, বিভিন্ন প্রকাশনা ও প্রতিবেদন, সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণ-মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণা সম্পন্ন হওয়ার পর এনসিটিবি'র কর্মকর্তাদের সাথে দুইটি মতবিনিময় সভায় গবেষণার উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করা হয়, এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে প্রতিবেদন হালানাগাদ করা হয়। ২০১৬ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

২. পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা সংক্রান্ত নীতি ও আইন পর্যালোচনা

বাংলাদেশে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ১৯৮৩ সালের অক্টোবরে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩ প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে অধ্যাদেশটি সংশোধন করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও

পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (সংশোধন) আইন ২০১০ নামে প্রণীত হয়। এ আইনে (১) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গঠন – চেয়ারম্যান, সদস্যদের নিয়োগ, বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া; (২) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কার্যক্রম; এবং (৩) বিভিন্ন কমিটি গঠনের নিয়ম – সদস্যদের সংখ্যা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কমিটি গঠন গঠন প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হয়েছে।

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা সংক্রান্ত আইন ও নীতি পর্যালোচনা করে নিচের সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করা যায়:

১. শিক্ষাক্রম ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের কোনো নীতিমালা নেই।
২. পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ বিষয়ক দিক নির্দেশনার ঘাটতি বিদ্যমান।
৩. এখন পর্যন্ত 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩' এর কোনো বিধিমালা প্রণীত হয় নি, নির্বাহী আদেশের ভিত্তিতে এনসিটিবি'র কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
৪. বর্তমান আইনে জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির (এনসিসিসি) এবং শিক্ষাক্রম কমিটির (কারিকুলাম কমিটি) কোনো উল্লেখ করা হয় নি, যদিও শিক্ষাক্রম তৈরি ও পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন এসব কমিটি করে থাকে। এসব কমিটি মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী আদেশে গঠন করা হয়।
৫. সিলেবাস কমিটি ও টেক্সট বুক কমিটির সদস্যদের মেয়াদের উল্লেখ করা হয় নি। উল্লেখ্য, নতুন কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পুরানো কমিটি কাজ করে থাকে।
৬. আইনের বিভিন্ন ধারার সুযোগে এনসিটিবি'র ওপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি রয়েছে।

৩. এনসিটিবি'র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কার্যক্রম

এনসিটিবি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্যদের সমন্বয়ে এ প্রতিষ্ঠানের বোর্ড গঠিত হয় এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এনসিটিবি সদস্য শিক্ষাক্রম (মাধ্যমিক)-এর অধীনে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান, তদারকি ও বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা প্রদান, সদস্য শিক্ষাক্রম (প্রাথমিক)-এর অধীনে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান, তদারকি ও বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা প্রদান, সদস্য (পাঠ্যপুস্তক)-এর অধীনে পাঠ্যবই উৎপাদন, বিতরণ, কাগজ ক্রয় ও সম্পাদনা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, তদারকি ও বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশনা প্রদান, এবং সদস্য (অর্থ)-এর অধীনে বোর্ডের আর্থিক বিষয়াদি পরিচালিত হয়। এছাড়া সরকার দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত সচিব বোর্ডের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদনাসহ চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের কার্যক্রমে সার্বিক সহায়তা প্রদান করেন।

চিত্র ১: এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়া

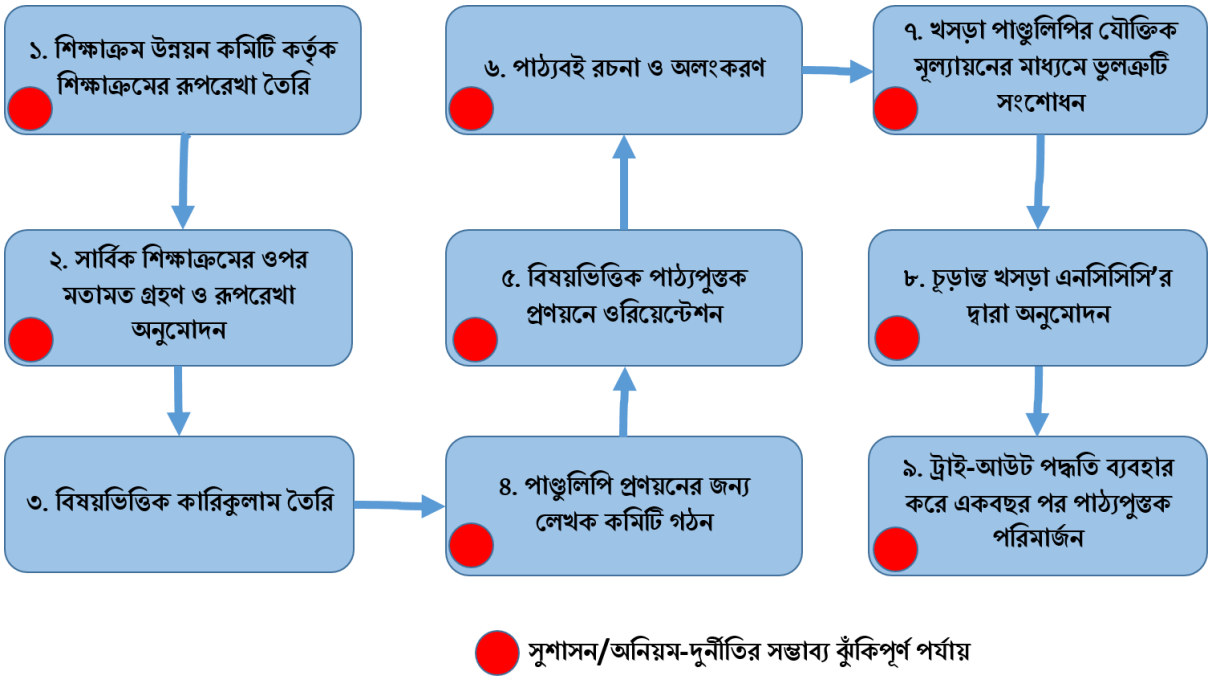

৪. এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়া

এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক শিক্ষাক্রমের রূপরেখা তৈরির মাধ্যমে। এরপর শিক্ষাক্রমের ওপর মতামত গ্রহণের মাধ্যমে ও রূপরেখা চূড়ান্তকরণ ও বিষয়ভিত্তিক কারিকুলাম তৈরি করা হয়। এরপর পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের জন্য লেখক কমিটি গঠন করা হয়, প্রত্যেক লেখকদলের জন্য এক বা একাধিক সম্পাদককে নির্বাচন করা হয় ও বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে

ওরিয়েন্টেশন দেওয়া হয়। প্রতিটি বই লেখা হয়ে যাওয়ার পর পাঠ্যবই রচনা ও সম্পাদনা বিভাগ কর্তৃক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লেখা নির্বাচন করা হয়, অলংকরণ করা হয় এবং প্রুফ রিডার কর্তৃক বানান সংশোধন করা হয়। পরবর্তীতে প্রত্যেক বইয়ের যৌক্তিক মূল্যায়ন ও সম্পাদনা করা হয়। এরপর চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি এনসিসিসি'র দ্বারা অনুমোদন নেওয়া হয় ও প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা হয়। পাঠ্যবই ছাপা হওয়ার একবছর পর ট্রাই-আউট পদ্ধতি ব্যবহার করে পাঠ্যবইয়ের ভুল সংশোধন করা হয় ও মান উন্নয়ন করা হয় (চিত্র ১ দ্রষ্টব্য)।

৫. পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

৫.১ বিভিন্ন কমিটি গঠন: জাতীয় শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুযায়ী বোর্ডের সুপারিশক্রমে বিভিন্ন কমিটির (যেমন এনসিসিসি, টেকনিক্যাল কমিটি, ভেটিং কমিটি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কমিটি, লেখক কমিটি) সদস্যদের মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত করে সরকার। বিষয়টি সরকারি এখতিয়ারভুক্ত হওয়ার দরুন কমিটির সদস্য নির্বাচনে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কমিটি গঠনের সময় যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনায় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা বা কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

৫.২ বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন: এনসিটিবি শিক্ষাক্রমের রূপরেখা তৈরি, শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যক্রম তৈরি এবং স্তর ও বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করে থাকে, যেখানে অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ, শিক্ষা গবেষক, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন। অভিযোগ রয়েছে, এসব কর্মশালায় ব্যক্তিগত পছন্দ ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করা হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ সদস্যের মতামত গ্রহণ করা হয় না। যেমন, শিক্ষাক্রম বিস্তরণের প্রশিক্ষণে প্রতিটি বিষয়ের জন্য একেকটি দলে ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী থাকার কথা থাকলেও তা দেখা যায় না। প্রশিক্ষণের বিষয়ে সঠিক সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের অবহিত না করা, প্রশিক্ষণের সকল বিষয়ের জন্য পর্যাপ্ত সময় বরাদ্দ না রাখারও অভিযোগ রয়েছে।

৫.৩ লেখকদলে সদস্য নিয়োগ: সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে পাঠ্যভুক্ত বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ শ্রেণি শিক্ষক এবং এনসিটিবির পাঠ্যক্রম বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে পাঁচ থেকে সাতজনের লেখক দল গঠন করা হয়। তবে এই প্রক্রিয়ায় স্বজনপ্রীতি, ব্যক্তিগত পছন্দ এবং মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে অদক্ষ সদস্য নির্বাচনের অভিযোগ রয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের পাঠ্যক্রমের বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকা, লেখকদলে সকল সদস্যের অবদান সমান না থাকা, এবং লেখকদলে সকল সদস্যের কাজ করার বা বিষয় বোঝার দক্ষতা সমান না থাকার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও লেখকদলে এমন লেখকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাদের কাজ বা অবদান সম্পর্কে অন্যদের কোনো ধারণা থাকে না।

৫.৪ লেখা নির্বাচন ও শব্দ চয়ন: পাঠ্যবইয়ে ক্ষমতাসীন দলের মতাদর্শী ধারার ভাষা ব্যবহার করার প্রবণতা এবং ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। বিগত বর্তমান জোটের ক্ষমতায় আসার আগের সময়ে পাঠ্যবইয়ে (সমাজ পাঠ) 'বাঙ্গালী' শব্দ ব্যবহার করা হতো না, বরং 'এদেশের মানুষ' লেখা হতো। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে বর্তমান বইগুলোতে 'বাঙ্গালী' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া ঐ সময়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে ছাগল পালন কর্মসূচিকে গুরুত্ব সহকারে পাঠ্যভুক্ত করা হয়। এছাড়া সম্প্রতি একটি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক মতাদর্শী গোষ্ঠীর দাবি ছিল মাদ্রাসার পাঠ্যবইয়ে "হিন্দু, খ্রিষ্টান বা বিদেশী বলে মনে হয়" এমন নামের পরিবর্তে "সুন্দর ইসলামি নাম" ব্যবহার, পাঠ্যবই থেকে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে যেকোনো ধরনের সংলাপ প্রত্যাহার, এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের চারটি পাঠ্যবই থেকে ১১টি "অনৈসলামিক" কবিতা, বিভিন্ন হিন্দু নাম ও কাহিনী ও মেয়েদের শারীরিক উন্নতির অধ্যায় থেকে 'মাসিক' শব্দ বাদ দেওয়া। ২০১৬ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঁচটি পাঠ্যবই থেকে ১৬টি লেখা বাদ দেওয়া হয়, যার মধ্যে উল্লিখিত গোষ্ঠীর দাবি অনুযায়ী ১১টি কবিতাই বাদ দেওয়া হয়েছে বলে দেখা যায়। মাদ্রাসার ইংরেজি পাঠ্যবই থেকে হিন্দু, খ্রিষ্টান বা বিদেশী বলে মনে হওয়া সব ধরনের নাম বাদ দিয়ে সেখানে ইসলামি নাম দেওয়া, ছেলে-মেয়ের সংলাপ প্রত্যাহার, মাথায় কাপড় ছাড়া মেয়েদের ছবিগুলো সম্পাদনা করা হয়েছে। এনসিটিবির চেয়ারম্যান, যিনি একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী, তাঁর নাম মাদ্রাসার বইগুলোতে উহ্য রাখা হয়েছে।

৫.৫ বিষয় বিশেষজ্ঞ নিয়োগ: প্রতিটি স্তরের পাঠ্যপুস্তক সম্পাদনা ও পরিমার্জনের জন্য একজন করে বিষয় বিশেষজ্ঞ নিয়োগের নিয়ম থাকলেও অনেকক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেওয়া হয় না, এবং এক বিষয়ের বিশেষজ্ঞকে অন্য বিষয়ের দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হয়। বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও প্রেষণে আসা কর্মকর্তাদের বিশেষজ্ঞ হিসেবে পদায়ন দেওয়া হয়, এবং এক বিষয়ের বিশেষজ্ঞকে অন্য বিষয়ের দায়িত্ব পালন করতে হয়। যেমন অর্থনীতির শিক্ষককে বাংলা, প্রাণিবিদ্যা বিষয়ের শিক্ষককে খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার বিশেষজ্ঞ হিসেবে পদায়ন দেওয়া হয়েছে। হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষককে দেওয়া হয়েছে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বই সম্পাদনার দায়িত্ব। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ভাণ্ডার কর্মকর্তা বা আর্টিস্টকেও একাধিক বইয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। অনেকক্ষেত্রে ঢাকায় অবস্থানের উদ্দেশ্যে এ পদে বদলি নেওয়ার জন্য প্রভাব বিস্তার করা হয়। কোনো কোনো বিষয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিশেষজ্ঞ –

যেমন দর্শন বিষয়ের কারিকুলাম তৈরি করা না হলেও কর্মরত এনসিটিবি'র নিজস্ব ৬৪ জনের মধ্যে দর্শন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ রয়েছেন সাতজন।

৫.৬ লেখক-সম্পাদক সমন্বয়: লেখক দল বই রচনা, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করার পর এনসিটিবির সম্পাদনা বিভাগে জমা দিয়ে থাকেন। একাধিক তথ্যদাতার মতে সম্পাদক নিজের মতো করে সম্পাদনা করেন। সম্পাদনার সময় লেখক-সম্পাদক একসাথে বসে লেখার উদ্দেশ্য ও বিষয় সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে সম্পাদনা করার নিয়ম থাকলেও এই কাজটি না করার অভিযোগ রয়েছে। এনসিটিবি এ কাজটি সময় স্বল্পতার অজুহাতে করে না বলে অভিযোগ রয়েছে।

৫.৭ সম্পাদনা: বই রচনার পর প্রধান সম্পাদকের প্রতিটি বই পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখার দায়িত্ব থাকলেও ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ রয়েছে। সম্পাদনার দায়িত্বপ্রাপ্ত দল দায়িত্ব পালন না করে অফিস সময়ে ইন্টারনেটে শেয়ার ব্যবসা, বক্তিগত আলাপ, ব্যক্তিগত এনজিও ব্যবসা ও মুদ্রণ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বর্তমান শিক্ষা বছরে তৃতীয় শ্রেণির বাংলা বইয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞের দায়িত্বে অবহেলার কারণে কবিতার লাইন বিভ্রাটসহ অন্যান্য তথ্যগত ও বানান ভুল হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ অন্য বিষয়ের দায়িত্ব পালনের ফলে পাঠ্যবইয়ে ভুলসহ নানা অসংগতি লক্ষ করা যায়। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ে ৫৮টি ভুল শোধরানো হলেও ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে আবার ২০টি ভুল হতে দেখা যায়।

৫.৮ প্রুফরিডার নিয়োগ: স্বজনপ্রীতি ও তদবিরের মাধ্যমে দক্ষতাসম্পন্ন নয় এমন সদস্যকে প্রুফরিডার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় বলে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে এনসিটিবি ও মন্ত্রণালয় উভয়েরই একাংশ সংশ্লিষ্ট বলে অভিযোগ রয়েছে।

৫.৯ ট্রাই-আউট পদ্ধতি ব্যবহার: এনসিটিবির অন্যতম কাজ হচ্ছে কারিকুলাম তৈরি হওয়ার পর একবছর পর রচিত পাঠ্যবইয়ের ওপর মাঠ পর্যায় থেকে মতামত নেওয়া যা ট্রাই-আউট পদ্ধতি নামে অভিহিত। অভিযোগ রয়েছে পাঠ্যক্রম বিভাগ এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত মতামত যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে না। মাঠ পর্যায়ের তথ্য ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয় না।

৫.১০ পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ: এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের পরিকল্পনা ও সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। এনসিটিবির সদস্যের (পাঠ্যক্রম) অধীন সম্পাদনা শাখায় পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের নিয়ম থাকলেও পাঠ্যবইয়ের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করা হয় না। এ বিষয়ে এনসিটিবি'র পরিকল্পনারও ঘাটতি রয়েছে।

৫.১১ লেখা পরিবর্তন: কারিকুলাম অনুসরণ না করে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে লেখা পরিবর্তন করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। লেখকদের অজ্ঞাতে পাঠ্যবইয়ে লেখা সংযোজন-বিয়োজন, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখা পরিবর্তনে সম্পাদকদের বাধ্য করা হয়। এছাড়াও ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে নবম-দশম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যবইয়ে শিক্ষা বিভাগের একজন উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তার কবিতা যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৬. পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও সরবরাহ প্রক্রিয়া

প্রথমে এনসিটিবি'র মুদ্রণ সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনটি পৃথক দরপত্র কমিটি (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কাগজ) গঠন ও অনুমোদন করা হয়। প্রাথমিক স্তরের জন্য এনসিটিবি কর্তৃক কমিটির নামের তালিকা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ ও অনুমোদন করার পর অধিদপ্তর নামের তালিকা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে ও সেখান থেকে অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে এই তালিকা বিশ্বব্যাংক যাচাই-বাছাই করে অনুমোদন করে। এরপর এনসিটিবি দরপত্র সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম যেমন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, উন্মুক্তকরণ কমিটি গঠন, মূল্যায়ন কমিটি গঠন প্রভৃতি সম্পন্ন করে। অন্যদিকে মাধ্যমিক ও কাগজ কেনার ক্ষেত্রে এনসিটিবি নামের তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠায় ও সেখান থেকে অনুমোদন করা হয়। এরপর এনসিটিবি দরপত্র সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম যেমন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, উন্মুক্তকরণ কমিটি গঠন, মূল্যায়ন কমিটি গঠন প্রভৃতি সম্পন্ন করে।

দরপত্র কমিটি গঠনের সাথে সাথে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য এনসিটিবি তদারকি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেয়, যা পরবর্তীতে দরপত্র সংক্রান্ত কার্যক্রম ও মুদ্রণ কার্যক্রম তদারকি করে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি মালা ২০০৮ অনুযায়ী সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) বিভাগ উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করার ব্যবস্থা করেন। পাঠ্যক্রম বিভাগ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে মাঠ পর্যায় হতে বাৎসরিক বইয়ের চাহিদা সংগ্রহ করে কাগজসহ ও কাগজ ছাড়া দুই ধরনের দরপত্র আহবান করে। এনসিটিবি অংশগ্রহণকারী মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত অবকাঠামো, কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করার জন্য সাত সদস্যবিশিষ্ট মূল্যায়ন কমিটি তালিকা তৈরি করে এনসিটিবি'র বোর্ড সভায় পেশ করে এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট

মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যাদেশ দেওয়া হয় এবং মুদ্রণ কার্যক্রম শুরু হয়। মুদ্রণ শেষ হওয়ার পর মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলো জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক পাঠায়। মুদ্রণ চলাকালীন এনসিটিবি ও তদারকি প্রতিষ্ঠান মুদ্রণ কার্যক্রম এবং সরবরাহ তদারকি করে (চিত্র ২ দ্রষ্টব্য)।

চিত্র ২: পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও সরবরাহ প্রক্রিয়া

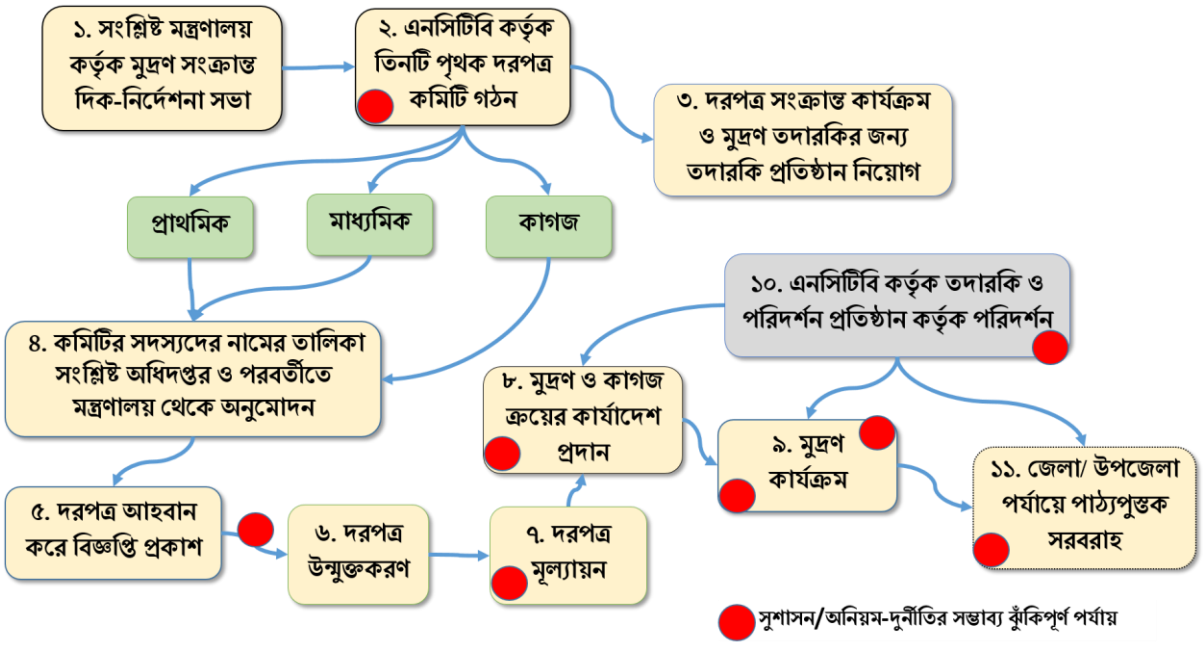

৭. পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও সরবরাহ প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

৭.১ দরপত্র আহবান: দরপত্র আহবানের পূর্বে প্রাক্কলিত দর দরপত্র কমিটির সদস্য ছাড়া অন্য কারও জানার নিয়ম না থাকলেও এনসিটিবির দরপত্র কমিটির একাংশ পছন্দের মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে আগেই দর জানিয়ে দিয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে দরপত্র দাখিল করে বলেও জানা যায়।

৭.২ পাঠ্যপুস্তক উৎপাদন ও বিতরণ সংক্রান্ত কাজের সম্মানী: দাপ্তরিক বা সরকারি আদেশ না থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তক উৎপাদন ও বিতরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়মিত কাজ, যেমন নির্দেশিকা তৈরি, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, দরপত্র বাক্স খোলা, সিএস তৈরি এবং দরপত্র কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কার্যাদেশ প্রদান, প্রতি লটের কাগজের হিসাব, কাগজ বরাদ্দ পত্র জারি, কার্যাদেশ অনুযায়ী কোন দরদাতা কোন উপজেলায় বই সরবরাহ করবে তার তালিকা তৈরি ইত্যাদির জন্য প্রভাবশালী উর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রভাব ও এনসিটিবি কর্মচারী নেতৃত্বের একাংশের সহযোগিতায় বিতরণ শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ১,০০০ টাকা থেকে শুরু করে ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত সম্মানী নেয় বলে জানা যায়। এ খাতে ২০১৭ সালে ২৭ লাখ ৬০ হাজার ৫০০ টাকা ও ২০১৬ সালে ৫ লাখ ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এনসিটিবি'র সর্বশেষ মহা-হিসাব নিরীক্ষকের (সিএজি) নিরীক্ষায় এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করা হলেও এখনো তা নিষ্পত্তি হয় নি।

৭.৩ মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন: দরপত্র আহবানের পর এনসিটিবি'র কোনো কোনো কর্মকর্তার বেনামে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে দরপত্রে অংশগ্রহণ ও কার্যাদেশ প্রাপ্তির অভিযোগ রয়েছে। একই ব্যক্তির বিভিন্ন মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের নামে দরপত্রে অংশগ্রহণ এবং কার্যাদেশ প্রাপ্তিরও অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয় বলে কোনো কোনো তথ্যদাতা জানিয়েছেন। টেকনিক্যাল কমিটির দ্বারা অযোগ্য ঘোষিত হলেও উর্ধ্বতন পর্যায় থেকে চাপ প্রয়োগ করা হয়। নিজস্ব মুদ্রণ যন্ত্র, বাঁধাই, লেমিনেটিং ব্যবস্থা, কাটিং যন্ত্র, ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী না থাকা সত্ত্বেও দরপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা যায়। দরপত্রে উল্লিখিত শর্ত পূরণ না করা সত্ত্বেও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। এছাড়া শর্ত সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োগ করা হয় না বরং ভালো সম্পর্কের ভিত্তিতে কাজ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

৭.৪ সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ দেওয়া: ১৯৭৩ সালের মুদ্রণ আইন অনুযায়ী মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান মুদ্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না বলে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও কার্যাদেশ প্রাপ্তির পর অনেক প্রতিষ্ঠান কাজের বেশিরভাগই সাব-কন্ট্রাক্টে দিয়ে

থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে মুদ্রণ, বাঁধাই, ও লেমিনেশন। এনসিটিবি'র কর্মকর্তাদের একাংশের বিধি-বহির্ভূত আর্থিক সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলো বছরের পর বছর ধরে এ ধরনের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে।

৭.৫ কাগজ ক্রয়: এনসিটিবি মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে (৬৫টি) বই প্রদানের জন্য পিপিআর-এর শর্ত অনুযায়ী উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের মাধ্যমে কাগজ ক্রয় করে। দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী কাগজ ক্রয় করা হলেও অভিযোগ রয়েছে এনসিটিবি বিএসটিআই সনদবিহীন কাগজের মিলগুলোর কাছ থেকে নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক সুবিধা গ্রহণের বিনিময়ে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যাদেশ প্রদান করছে। বিএসটিআই-এর পরামর্শ সত্ত্বেও সিএম (সার্টিফিকেশন মার্কস স্কিম) লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করা হয় নি। পর্যাপ্ত কাগজ উৎপাদনের সক্ষমতার ঘাটতি সত্ত্বেও নির্বাচিত হওয়া, সময়মতো কাগজ সরবরাহ করতে না পারা, চুক্তিবদ্ধ মাপ অনুযায়ী কাগজ সবররাহ না করা এবং সিএম লাইসেন্সবিহীন মিলগুলো নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক সুবিধা ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে কাজ পাচ্ছে বলে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও একাধিক কাগজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মানসম্মত কাগজ সরবরাহ করতে না পারার অভিযোগে কালো তালিকাভুক্ত হলেও পরবর্তী বছরেই কাজ প্রাপ্তির অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও গত ৩/৪ বছর আগে কালো তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে ২০১৬ উৎপাদন বর্ষে কাজ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ আমলে নেওয়া হয় না।

৭.৬ মান নিয়ন্ত্রণ: অভিযোগ আছে যে দায়িত্বপ্রাপ্ত তদারকি প্রতিষ্ঠান সার্বক্ষণিক উপস্থিত না থেকেও উপস্থিতির প্রতিবেদন দেয় এবং মুদ্রণ কাজে মান অনুযায়ী কাগজ ও কালি ব্যবহার না করা, মুদ্রণ কাজের জন্য নির্ধারিত সময়ে মুদ্রণ না করা হলেও আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে সন্তোষজনক প্রতিবেদন প্রদান করে। একাধিক তথ্যদাতার মতে, কোনো কোনো মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান তদারকির ভয়ে দিনের বেলা ভালো কাগজে বই ছাপে আর রাতের বেলা খারাপ কাগজ ব্যবহার করে এবং এই বইগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়।

৭.৭ পাঠ্যবই সরবরাহ: কার্যাদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে পাঠ্যবই ছাপিয়ে প্রত্যেক উপজেলায় সরবরাহ করার কথা থাকলেও কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান বেশ কয়েকটি জেলায় নির্ধারিত সময়ে পাঠ্যবই সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয় বলে দেখা যায়। তবে সময়মতো সরবরাহ করা না হলেও নিয়োগকৃত পরিদর্শন ও তদারকি প্রতিষ্ঠান পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের প্রতিবেদনে সঠিক সময়ে বই পৌঁছেছে বেলে প্রতিবেদন দেয়।

চিত্র ৩: একনজরে এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব

কারণ	ফলাফল	প্রভাব
▪ শিক্ষাক্রম উন্মুক্ত না থাকা ▪ বিভিন্ন কমিটির সদস্য নির্বাচনে মতাদর্শগত/ দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনা ▪ লেখকদের অপর্যাপ্ত সম্মানী ও সময় ▪ লেখক-সম্পাদক সমন্বয়ের ঘাটতি ▪ সক্ষমতার ঘাটতি - জনবল, দক্ষতা ▪ সম্পাদনা, পরিদর্শন ও তদারকিতে অবহেলা ▪ জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ঘাটতি	▪ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ নিয়োগ না দেওয়া ▪ অনিয়মতান্ত্রিকভাবে লেখা নির্বাচন ▪ কাগজ ক্রয়, মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান ও তদারকি প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে অনিয়ম ও দুর্নীতি ▪ পাঠ্যবইয়ের গুণগত মান হ্রাস (মানহীন কাগজ, তথ্যগত ও বানান ভুল) ▪ সময়মতো পাঠ্যবই সরবরাহ করায় ঘাটতি	▪ এনসিটিবিতে অনিয়ম-দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ▪ শিশুদের শিক্ষার গুণগত মান হ্রাস ▪ সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারের ঝুঁকি সৃষ্টি

৮. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গবেষণায় দেখা যাচ্ছে এনসিটিবি'র কার্যক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান, যার প্রতিফলন বিভিন্ন কমিটি গঠন থেকে শুরু করে পাঠ্যবইয়ে লেখা নির্বাচনের মতো বিষয় পর্যন্ত বিস্তৃত। এর ফলে কার্যত এনসিটিবি তার কার্যক্রমের জন্য সরকারের ওপর নির্ভরশীল। দেখা যাচ্ছে এনসিটিবির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ, যথাযথ নয় এবং দলীয় রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রভাব বিদ্যমান। গবেষণায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ করা যায় তা হলো পাঠ্যবই লেখার মতো 'বিশেষায়িত' বিষয়কে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না; অনেকক্ষেত্রে প্রকৃত বিশেষজ্ঞদের এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

সক্ষমতা ও পেশাগত দক্ষতার ঘাটতির কারণে প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক বই বছরের প্রথমদিন সারাদেশের ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার বড় চ্যালেঞ্জ এনসিটিবি'কে মোকাবেলা করতে হয়। এনসিটিবিতে বিশেষজ্ঞ ও জনবলের ঘাটতির সাথে সাথে কারিগরি দক্ষতার

ঘাটতিও রয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়-এনসিটিবি ও লেখক-সম্পাদক সমন্বয়ে ঘাটতি রয়েছে। পরিদর্শন ও তদারকিতে ঘাটতির কারণে সময়মতো পাঠ্যবই সরবরাহ করা হয় না, এবং মানসম্মত বই সরবরাহ করা হয় না বলে গবেষণায় লক্ষ করা যায়।

অপরদিকে পাঠ্যবই প্রকাশনা প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ও অনিয়ম বিদ্যমান। এনসিটিবি বিভিন্ন রকম প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে দায়িত্ব পালন করার কারণে প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে না। একইভাবে এনসিটিবি কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাযথ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে না পারায় তারা বিভিন্ন রকম অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িয়ে পরছে। সর্বোপরি এনসিটিবি প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত হচ্ছে।

৯. সুপারিশ

এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা প্রক্রিয়ায় সুশাসন ও কার্যকর জবাবদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো:

আইনি ও নীতি সংস্কার

১. এনসিটিবি'কে স্বাধীন কমিশন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা পাঠ্যবই রচনা, সংকলন, সম্পাদনা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে নীতি প্রণয়নে কাজ করবে।

২. উক্ত কমিশন গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে, যারা তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে এই কমিশনের গঠনের বিষয়ে সুপারিশ করবেন।

৩. স্বাধীন কমিশন গঠন হওয়ার আগ পর্যন্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩ সংশোধন করতে হবে যেখানে নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে:
   - এনসিটিবি'র কার্যক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব হ্রাস করতে হবে;
   - এনসিসিসি ও কারিকুলাম কমিটির গঠন, মেয়াদ, কার্যক্রম, যোগ্যতা সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
   - সিলেবাস ও টেক্সট বুক কমিটির সদস্যদের যোগ্যতা ও মেয়াদ নির্ধারণ করতে হবে;
   - পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ বিষয়ক দিক-নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৪. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩-এর বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৫. শিক্ষাক্রম ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সংক্রান্ত সুপারিশ

৬. বর্তমান পাঠ্যক্রম প্রকাশ/ উন্মুক্ত করতে হবে ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে

৭. শিক্ষা বিষয়ক ও শিক্ষাক্রমের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের এনসিটিবি'র বোর্ডে (বিশেষকরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য) সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে।

৮. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুযায়ী এনসিটিবি'র কর্মীদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে, এবং ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৯. বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে যথাযথ যোগ্য ব্যক্তিদের এনসিটিবিতে পদায়ন করতে হবে।

১০. সব তদন্ত প্রতিবেদন (প্রণয়ন ও প্রকাশনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা সংক্রান্ত সুপারিশ

১১. প্রতিটি পাঠ্যবইয়ের জন্য সম্পাদক, সংকলক ও লেখকের সাথে এনসিটিবি'র চুক্তির প্রবর্তন করতে হবে। চুক্তিতে কর্মপরিধি, সম্মানীর পরিমাণ, কাজের মেয়াদ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

১২. পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের জন্য বিষয়ভিত্তিক বিষেশজ্ঞ এবং পাঠ্যবই লেখায় দক্ষতাসম্পন্ন লেখকদের নিয়োগ দিতে হবে।

১৩. পাঠ্যবইয়ের লেখকদের সম্মানী সুনির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে।

১৪. পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনার প্রত্যেক ধাপ যথাযথভাবে নথিভুক্ত করতে হবে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করতে হবে।

১৫. পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য ই-টেন্ডারিং প্রচলন করতে হবে।

১৬. মুদ্রণ তদারকির সাথে জড়িত এনসিটিবি'র কর্মকর্তাদের কারিগরি দক্ষতা বাড়াতে হবে।